চুয়াডাঙ্গায় স্পিরিট পানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নে গত দু’দিনে বিষাক্ত স্পিরিট পানে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আরো তিনজন দিনমজুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহতদের সবাই নিম্নআয়ের পেশাজীবী কেউ ভ্যানচালক, কেউ মিল শ্রমিক, আবার কেউ মাছ ব্যবসায়ী।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই ইউনিয়নের ডিঙ্গেদহ বাজার এলাকায় কয়েকজন মিলে স্পিরিট পান করে। এরপর একে একে ছয়জন মারা যান। গতকাল রবিবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যুর পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নফরকান্তি গ্রামের পূর্বপাড়ার ভ্যানচালক খেদের আলী (৪০), খেজুরা গ্রামের হাসপাতালপাড়ার মাছ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সেলিম (৪০), পিরোজখালি গ্রামের স্কুলপাড়ার ভ্যানচালক মোহাম্মদ লালটু ওরফে রিপু (৩০), শংকরচন্দ্র গ্রামের মাঝেরপাড়ার শ্রমিক মোহাম্মদ শহীদ (৪৫), ডিঙ্গেদহ গ্রামের টাওয়ারপাড়ার মিল শ্রমিক মোহাম্মদ সামির (৫৫) এবং ডিঙ্গেদহ এশিয়া বিস্কুট ফ্যাক্টরি পাড়ার শ্রমিক সরদার মোহাম্মদ লালটু (৫২)।

এ ছাড়া একই এলাকার দিনমজুর আলিম উদ্দিন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই বাজারে অবৈধভাবে দেশি মদ বিক্রি চলছে। প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন তারা।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল আল নাসের বলেন, অ্যালকোহলিক পয়জনিংয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশি তদন্ত চলছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইসলাম বলেন, রবিবার ৫টার দিকে পরিবারের সদস্যরা লান্টু মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন।

তারা জানান, তিনি দুদিন আগে স্পিরিট পান করেছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সন্ধ্যা ৭টা ৩২ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এতিমের পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহ পৌর এলাকার মুরারীদহ গ্রামের শিপনের পানের বরজ রাতের আধারে ঘাস পোড়ানো ঔষুধ দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

রোববার (২৭জুলাই) রাতে এক বিঘা জমির পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো কে বা কেহারা! এ ব্যাপারে সখি খাতুন ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেছে।

এতিমের পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো শুত্রুতা করে। মানুষ মরে গেলেও এমন কান্না দেখা যায়না। কান্না যেন থমাছেই না তাদের। একটি এতিম পরিবারের ৮ জনের খাবার দেবে কে? একটি পানের বরজ পোড়ানো মানে একটি পরিবার শেষ করে দেওয়া।

বরজের মালিক শিপন জানান, মাঠে পানের বরজে গিয়ে দেখতে পায় ঘাস পোড়া কীটনাশক ব্যবহার করে পান নষ্ট করে দিয়েছে। আমার এক বিঘা জমি ধরন্ত পান ছিলো। যা সম্পুর্ন নষ্ট হয়ে গেছে। এতে আমার ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। যা পোষাবার নয়। আমার বড় ভাই ৪ বছর আগে মারা গেছে। তাদের দুইটি মেয়ে ও আমার ভাবী আছে। অসুস্থ মা-বাবা আছে। আমার সন্তানসহ স্ত্রী রয়েছে। এই পানের বরজ দিয়ে ৮জন লোকের মুখের ভাত যোগাড় করতাম। এখন আমার এই পরিবারের সকল সদস্যের মুখের ভাত বন্ধ হয়ে গেলো। আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে এর সুষ্ঠু বিচার কামনা করেন।

মুজিবনগরে ঘাস মারা বিষ পানে এক ব্যক্তির আত্ম*হ*ত্যা

মুজিবনগর ঘাস মারা বিষ (সবুজ ধ্বংস) পানে আত্মহত্যা করেছে মাবুদ
(৩৫) নামের এক ব্যক্তি।

মাবুদ মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামের কলিমুদ্দিনের ছেলে সে দীর্ঘ ৭ বছর সৌদি আরবে ছিল। গত ৮ মাস আগে অবৈধ থাকা অবস্থায় সৌদি পুলিশের হাতে আটক হয়ে দেশে ফেরত আসে। বিদেশে থাকা অবস্থায় মোবাইল ফোনে ভালোবেসে পপি খাতুন নামের এক মেয়েকে বিয়ে করে।

হাসপাতাল ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে বিদেশ থেকে টাকা পয়সা আনতে না পারার কারণে সে মানসিক সমস্যায় ভুগছিল। গতকাল রবিবার সকাল দশটার সময় সে বিষ পান করে। পরিবারের সদস্যরা তাকে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিক্যালে রেফার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক তাকে বাঁচানো সম্ভব নয় বলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আজ সোমবার সন্ধ্যায় অ্যাম্বুলেন্স যোগে বাড়ি পৌঁছানোর পর পুনরায় অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে আবারো মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

পান চাষে স্বাবলম্বী মিরপুরের হাশেম আলী খান

নিজের আড়াই বিঘা জমিতে পান চাষ করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের যুবক হাশেম আলী খান।

বর্তমানে হাশেম পান চাষ করে এলাকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার পানের বরজে কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন এলাকার আরও ৫-৭ জন শ্রমিক। তার মতো এলাকার অনেক কৃষকই পান চাষে করছেন।

প্রথমে ভাগ্য বদলাতে নিজ উদ্যোগে বাড়ির পাশের সামান্য জমিতে পানের বরজ গড়ে তোলেন তিনি। এতে ভালো সাফল্য আসায় দুই বছরের মাথায় আড়াই বিঘা জমিতে পানের আবাদ সম্প্রসারণ করেন হাশেম আলী। সারাবছর সংসারের খরচ মিটিয়ে বছর শেষে কয়েক লাখ টাকারও বেশি সঞ্চয় করছেন তিনি।

তিনি জানান, প্রতি বিঘায় দেড়শ পিলি পানের আবাদ করা হয়। এক বছর ধরে পানের বরজে পরিচর্যার পর পান উত্তোলন করা হয়। প্রতি পোন (৮০ বিড়ায়) পানের দাম একশো থেকে দুশো টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে।

তিনি বলেন, আমার এক বিঘা জমিতে প্রায় এক থেকে দেড় লাখ টাকা লাভ হয়েছিল। প্রথমবার পানের বরজ করতে একটু বেশি খরচ হয়। কিন্তু পরের বার চাষ করতে খরচ কম। এবছর আমি আড়াই বিঘা জমিতে পানের চাষ করেছি। প্রায় দুই লাখ টাকার ওপরে পান বিক্রি করেছি। এখনো ২-৩ লাখ টাকার বিক্রি হবে।

পানচাষি হাশেম আলী খান জানান, একদিন অন্যের মুখাপেক্ষী ছিলাম। কিন্তু এখন আর অন্যের জমিতে কাজ করতে হয় না। এখন আমার পানের বরজে কাজ করে সংসার চালিয়ে বেশ কয়েকজন কৃষি শ্রমিক বেশ সুখে আছে। আমার পান চাষ দেখে লাভের আশায় অনেকেই পান চাষে এগিয়ে আসছেন।

এ ব্যাপারে মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, এলাকায় পান চাষ সম্প্রসারণে কৃষকদের প্রশিক্ষণসহ সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মিরপুরসহ কুষ্টিয়া অঞ্চলের মাটি পান চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তাই আরো অধিক পরিমাণ জমিতে পান চাষ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য মতে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে কুষ্টিয়ার ছয়টি উপজেলায় ২ হাজার ৪ হেক্টর জমিতে পান চাষ করা হয়েছিল।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন, কুষ্টিয়ার মাটি পান চাষের জন্য উপযোগী হওয়ায় এবং পানের বাজার দর ভালো থাকায় পান চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন কৃষকরা। অন্যান্য ফসলের তুলনায় পানে লাভও বেশি হয়। বাজারের চাহিদার কথা চিন্তা করে, মাটি ও মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে নজর দিয়ে নিরাপদ পান উৎপাদনে কৃষি অফিস সহায়তা করছে কৃষকদের।

জীবননগরে পান চাষে স্বাবলম্বী চাষীরা

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলায় ৯০ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। সকাল হলেই লাঙ্গল-জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে কৃষকরা ছুটে যায় জমিতে।

এমনই একজন পান চাষী জীবননগর উপজেলার হাসাদহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের রহমত আলী। যিনি ২ বিঘা জমিতে পান চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

তিনি জানান, পান চাষে বিঘা প্রতি ৬০ হাজার টাকা বিনিযোগ করেছেন। এক বছরের মাতায় তার বিনিয়োগ কৃত অর্থ উঠে প্রায় বিঘা প্রতি ৭০ থেকে ৮০হাজার টাকা লাভ হয়েছে। তা ছাড়াও এখন পর্যন্ত জমিতে যে পরিমাণ পান আছে তাতেও সে অনেক টাকা আয় করবে বলে জানান।

পান চাষে এই বিপ্লবের বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি ছোট বেলা থেকেই কৃষি কাজ করি। তা ছাড়া বর্তমানে আমার জমিতে প্রতিদিন পুরুষ এবং নারী শ্রমিক পান বরজে কাজ করে।

কৃষি অফিস থেকে কোন সাহয্য সহযোগিতার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি কোন দিন কৃষি অফিসের কোন সাহায্যে সহযোগিতা পাইনি। তবে কৃষি অফিস থেকে মাঝে মাঝে পানের রোগ মুক্তি করার লক্ষে জমিতে এসে পরামর্শ দিয়ে যান।

এদিকে রহমত আলীর কাছে পান চাষ শিখে এখন অনেকে পান চাষে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এর মধ্যে একই গ্রামের কৃষক মইদুল ইসলাম জানান, রহমত আলীর কাছ থেকে পান চাষ শিখে আজ তিনিও সাবলম্বী হয়েছে।

রহমত আলীর পান চাষে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন এলাকার চাষীরা নিয়মিত ভিড় জমাচ্ছেন তার পান চাষ রপ্ত করতে পানের বরজে।

স্থানীয় পান চাষীরা অভিযোগ কেও বলেন, জীবননগর উপজেলায় বর্তমানে যে হারে পান চাষ হচ্ছে সে তুলনায় পানের একটি নিদিষ্ট কোন বাজার না থাকায় পান চাষীরা পান বিক্রি নিয়ে অনেক সময় হতাশার মধ্যে দিন

যাপন করতে হয়।

যদি সরকারি ভাবে জীবননগরে একটি পানের স্থায়ী বাজার স্থাপন করা হয় তা হলে কৃষকরা অনেক উপকৃত হবে।

এ ব্যাপারে জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার বলেন, জীবননগর উপজেলার মাটি সব ফসলের জন্য অন্যতম রহমত আলী ও মইদুল ইসলাম পান চাষে বিপ্লব ঘটিয়েছে এতে তারা সাবলম্বী হয়েছে। তা ছাড়াও জীবননগর উপজেলা একটি কৃষি প্রধান এলাকা এই এলাকায় পান চাষের পাশাপাশি কপি, মরিচ, লাউ সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ হয়ে থাকে। এবং আমাদের কৃষি অফিস থেকে সব সময় কৃষকদের চাষে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে।

এলাকায় কোন নিদিষ্ট সবজির হাট না থাকায় চাষীরা সঠিক দাম পাচ্ছে না। তবে এই এলাকায় সবজির হাট খুবই প্রয়োজন। তাহলে এলাকার চাষীরা উপকৃত হবেন।